দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 03 JAN 2008 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪ .....

০৪

ঢাবিতে ভর্তি পরীক্ষা পিছিয়ে যাচ্ছে : বাড়বে সেশনজট

শাহজাহান শুভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য চারটি পরীক্ষা নিতে চার মাস সময় নিচ্ছে কর্তৃপক্ষ। গত নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চলবে ভর্তি পরীক্ষা। গতকাল (বুধবার) ডিনস কমিটির সভায় কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আরেক দফা পিছিয়ে ১ ফেব্রুয়ারী নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে ভর্তির আগেই নিয়মিত সেশনজটের সঙ্গে বাড়তি ৪ মাসের সেশনজটে পড়বে নবীন শিক্ষার্থীরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি ইউনিটের মাধ্যমে অনার্স প্রথম বর্ষে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। অপেক্ষাকৃত ঝামেলামুক্ত ও সুবিধাজনক বিধায় সাধারণত চার শুক্রবারে এসব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এসব পরীক্ষা নিতে গিয়ে প্রতি বছর একাধিকবার সময়সূচী পরিবর্তন করতে হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। ফলে বছরের শুরুতেই সেশনজট নামক অক্টোপাসে জড়িয়ে যায় নবীন শিক্ষার্থীরা। আগামী ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি শুরু হয় নভেম্বরের ৪ তারিখ থেকে। অক্টোবরে ভর্তি কমিটির সভায় চার ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচী নির্ধারণ করা হয়। সে অনুযায়ী ৩০ নভেম্বর বাণিজ্য অনুষদভুক্ত 'গ' ইউনিটের, ৭ ডিসেম্বর বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও ফার্মেসি অনুষদভুক্ত 'ক' ইউনিটের, ২৮ ডিসেম্বর কলা ও আইন অনুষদভুক্ত 'খ' ইউনিটের এবং বিভাগ পরিবর্তনকারী 'ঘ' ইউনিটের পরীক্ষা ৪ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী 'গ' ও 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু 'খ' ও 'ঘ' ইউনিটের পরীক্ষার সময়সূচী পরিবর্তন হয়ে নির্ধারিত হয় যথাক্রমে ১১ ও ১৮ জানুয়ারী। গতকাল (বুধবার) ডিনস কমিটির সভায় আবারও 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা পরিবর্তন করে ১ ফেব্রুয়ারী নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগ ভেদে দেড় থেকে দুই বছরের সেশনজট লেগেই আছে। গত বছরের শেষ ভাগে ছাত্র বিক্ষোভের কারণে অনির্ধারিত ছুটিতে প্রায় তিন মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে আরো ৭ মাসের সেশনজট চেপে বসে। এদিকে গত বছর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয়েছে সেমিস্টার পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে জানুয়ারীর ১ তারিখ থেকেই নতুন বর্ষের ক্লাস শুরু হওয়ার কথা। ভর্তি পরীক্ষাসহ আনুষঙ্গিক কাজকর্ম সারতে হবে জানুয়ারীর আগেই। কিন্তু সেমিস্টার পদ্ধতি চালুর এক বছর না পেরুতেই হোঁচট খেয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বছরের প্রথম থেকে ক্লাস শুরু তো দূরের কথা, ভর্তি পরীক্ষা নিতেই ক্ষেপণ করছে চারটি মাস। পরীক্ষার পর ভর্তি সংক্রান্ত কাজকর্ম সেরে নতুন বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাসে যেতে হলে এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ফলে নবীন শিক্ষার্থীদের নিয়মিত সেশনজটের সঙ্গে বাড়তি চার মাসের সেশনজট কাঁধে নিয়ে ক্লাস শুরু করতে হবে।

পরীক্ষা পেছানোর কারণ সম্পর্কে কলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন প্রফেসর আমিনুল ইসলাম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হতে পারে এ ধরনের আশঙ্কায় সবাই উদ্বিগ্ন ছিল। ছাত্র-ছাত্রীরা ক্রমাগত ফোন করে পরীক্ষার ব্যাপারে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তাই অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলিয়ে তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। সেশনজটের ব্যাপারে তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সব সময় একটা অনিশ্চিত পরিবেশ বিরাজ করে। তাই সেশনজট নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

ইংরেজী বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর খোন্দকার আশরাফ হোসেন বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার চালানো এবং সময়মতো পরীক্ষা নেয়া কঠিন। সেশনজট এক সময় কমে এসেছিল কিন্তু রাজনৈতিক কারণে আবারও তা বেড়ে গেছে।

বারবার ভর্তি পরীক্ষা পেছানোর কারণ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান বলেন, ডিনদের মতামতের ভিত্তিতেই তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে তারা পরীক্ষা পেছানোর পক্ষে মত দিয়েছেন।